হাক্কানী অজীফা ও উর্ছেকুল
একটি দলিল ভিত্তিক পর্যালোচনা

প্রনয়ণেঃ
ইবনু আহিলাহ

সম্পাদনায়ঃ
ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

হাক্বানী অজীফা ও উর্‌ছেকুল একটি দলিল ভিত্তিক পর্যালোচনা

প্রনয়ণেঃ ইবনু আহিলাহ

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ২০১৩

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা–১১০০

ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ: মোহাম্মাদ আরিফুজ্জামান

মূল্য: ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ:

হেরা প্রিন্টার্স.

৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। অসীম ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ (ﷺ), তাঁর পরিবার পরিজন, বংশধর, সহচরবৃন্দ ও কিয়ামত পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরনকারীদের উপর।

আজানগাছী পীরের তরীকা অনুযায়ী হাক্কানী অজিফা শরীফ ও উরছেকুল শীর্ষক দু'টি চটি বই আমার পরম আত্মীয় এর মাধ্যমে হস্তগত হয়। কেননা আমার এই পরম আত্মীয় স্বজনরা এ তরিকার ভক্ত এবং অনুসরনকারী। বই দু'টি সম্পূর্ণ পড়েছি এবং জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের এই তথাকথিত ফজিলতপূর্ণ অজিফা ও উরছেকুলের আয়োজন দেখে আমি বিস্মিত হই। আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয়েছে এটি একটি নব আবিস্কৃত ইবাদত। আর প্রতিটি নব আবিস্কৃত ইবাদতই বিদআত। তা যতই ফজিলত ও সওয়াবের আশায় করা হোকনা কেন তা নিশ্চিত প্রত্যাখ্যাত। তাই আমি বিবেকের তাড়নায় আমার পরম আত্মীয় ও অন্যান্য অনুসরনকারীদের বিভ্রান্তি ও পথ ভ্রষ্টতা হতে ফেরাতে "হাক্কানী অজিফা ও উরছেকুল শীর্ষক দু'টি পুস্তিকায় লিখিত আমলের কুরআন ও হাদিসের কোন দলীল আছে কিনা তা জানার জন্য দেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন জনাব ইবনু আহীলাহর শরনাপন্ন হই। আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি অনেক গবেষনা করে উল্লিখিত পুস্তিকা দুটির কয়েকটি বিষয় উদ্বুদ্ধ করে "হাক্কানী অজিফা ও উরছেকুল একটি দলিল ভিত্তিক পর্যালোচনা শীর্ষক" একটি বই রচনা করেছেন যা এ দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ডঃ মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল মাদানী সম্পাদনা করেছেন এবং তা তাওহীদ পাবলিকেশন্স কর্তৃক অচীরেই প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এজন্য আমি লেখক, সম্পাদক এবং তাওহীদ পাবলিকেশন্স এর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরম করুনাময়, আল্লাহর নিকট দোয়া করছি "হাক্কানী অজিফা ও উরছেকুল একটি দলিল ভিত্তিক পর্যালোচনা শীর্ষক" বইটি পড়ে তথাকথিত পীরের নব আবিস্কৃত আমল তথা বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার পথ পরিহার করে অনুসারীগন যেন সরল সঠিক পথ খুজে পায়। আমীন ;

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (হাবিব)
মোবাইল ঃ ০১৮১৬-৫৯২৯৭৯

সম্পাদকের বক্তব্য

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আস্‌হাবিহী আজমাইন ওয়া বাআ'দ। মহিয়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সমস্ত প্রশংসা তিনি আমাদেরকে ইসলামের অভ্রান্ত আদর্শের দিকে হেদায়েত দান করেছেন, তিনি যদি আমাদের হেদায়েত না দিতেন আমরা কখনও হেদায়েত লাভ করতে পারতাম না। তিনি মহান সত্ত্বা যার একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে মানুষদের হেদায়েত দান করার উপর। দরূদ ও সালাম মুহম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের উপর যারা তার অনুসৃত পন্থার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে হেদায়াতের উপর জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। তাই তাদের অনুসৃত পথ-পন্থা ও পদ্ধতীই কেবল হেদায়েত লাভ করার উপায়। হাক্কানী আঞ্জুমান কর্তৃক প্রকাশিত ও সংকলিত অজিফা শরীফ ও উরসেকুলের নিয়মাবলী নামে যে দুটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তার দলীল ভিত্তিক পর্যালোচনা পুস্তিকাটি আমি সম্পূর্ণ পড়ে দেখেছি। এতে লেখক ইবনু আহিলাহ হাক্কানী অজিফা ও উরসেকুলের যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তা কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে, জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে সত্য বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন। লেখকের আলোচনা থেকে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে এই অজিফায় যে সমস্ত বিভ্রান্তি ও শির্ক-বিদ'আত রয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়েছে। হেদায়েতের আলো লাভ করার জন্যে পর্যালোচনা মূলক এই পুস্তিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশা করি, যারা অভ্রান্ত সত্য দীনের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান এবং শির্ক-বিদ'আত ও সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চান, তাদের জন্যে এই পুস্তিকাটি হেদায়েতের পথে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। তারা হাজার রকম কুসংস্কার ও শির্ক-বিদ'আতের অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে এই পুস্তি কার মাধ্যমে সহীহ জ্ঞানের আলো লাভ করতে সক্ষম হবে। তাই নিম্নে হাক্কানী আঞ্জুমানের অজিফা ও উরসেকুলের নিয়মাবলী থেকে কিছু বিষয় সংক্ষেপে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। কেননা এসব বিষয় এত জঘন্য যে, এতে একজন ঈমানদার ব্যক্তি ঈমান থেকে বিচ্যুত হয়ে শির্ক ও বিদ'আতের নিকশ অন্ধকারাচ্ছন্ন গহবরে পতিত হতে বাধ্য হবে। যা তাদের জন্যে আখিরাতে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হওয়ার ও আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে সত্যিকার হকপন্থি হেদায়াতের উপর প্রতিষ্টিত আলেমদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সাধারণ জনগণকে এসমস্ত বিষয়ে সতর্ক করা ও কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে তাদের সামনে সহিহ ধারণা তুলে ধরা।

১.অদৃশ্য বিষয় সমূহের প্রতি জ্ঞান রাখার দাবী করা শির্ক:

একজন মানুষের পৃথিবী সমান আমল রয়েছে আর এর বিপরীতে যদি একটি মাত্রও শির্ক থাকে তাহলে তার সমস্ত আমল মূল্যহীন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ سورة المائدة

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।' [সূরা মায়িদা: ৭২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ سورة الأنعام

অর্থ: 'যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেত।' [সূরা আল আন'আম: ৮৮]

মানুষের জন্যে যা কল্যাণকর অর্থাৎ যা মানুষকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী'র মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন আর যা অকল্যাণকর অর্থাৎ যা জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে তাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী'র মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি তোমাদের যা কিছু করতে বলেছি সেই সব ব্যতীত আর কোন কিছুই তোমাদের জান্নাতের নিকটবর্তী করবে না, এবং যে সকল বিষয়ে সতর্ক করেছি সেগুলো ব্যতীত কোন কিছুই তোমাদের জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে না"। [মুসনাদে আস শাফেঈ এবং অন্যান্য]

'উরসেকুলের নিয়মাবলী' বইয়ের ২পৃষ্ঠায় মওলানা আজানগাছী যে উত্তম ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যা মৃত, জীবিত এবং ভবিষ্যতের সকল মুসলিমদের জন্যেও কল্যাণকর। তার এই 'কল্যাণকর' বলার কোন ভিত্তি কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই। নতুন উদ্ভাবিত বিষয় মানুষের জন্যে কল্যাণকর বলা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখার শামীল। যা স্পষ্টত শির্ক। কারণ, অদৃশ্য বিষয় সমূহের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'লার নিকট রয়েছে।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ

অর্থঃ আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না। (সূরা আনআমঃ ৫৯)

২.ইসলাম পরিপূর্ণ কিন্তু মওলানা আজানগাছী নতুন ব্যবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন বলে দাবী করেছেনঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় বিদায় হজ্জে আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ঘোষণা করেছেন।

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। [সূরা আল মায়িদা: ০৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি তোমাদের যা কিছু করতে বলেছি সেই সব ব্যতীত আর কোন কিছুই তোমাদের জান্নাতের নিকটবর্তী করবে না, এবং যে সকল বিষয়ে সতর্ক করেছি সেগুলো ব্যতীত কোন কিছুই তোমাদের জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে না"। (মুসনাদে আস শাফেঈ এবং অন্যান্য)

অর্থাৎ এমন আমল ঐদিন (যেদিন উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়) ছিল না তা আজও আমল হিসেবে গণ্য নয়। বরং তা বাতিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু কল্যাণকর ও অকল্যাণকর তা আমাদের একদম স্পষ্ট দিবালোকের মত করে বর্ণানা করে গেছেন। এখানে 'বাতেনী' কিংবা গোপন কোন বিষয় নেই।

মওলানা আজানগাছী উরসেকুল নিয়মাবলী বইয়ের ২পৃষ্ঠায় যে 'উরসেকুল ব্যবস্থা'র কথা বলেছেন তা ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয়, যা স্পষ্টত বিদআত তথা পথভ্রষ্টতা।

বিদআতের সংজ্ঞা:

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় বিদআতের সংজ্ঞা হল ঃ

'আল্লাহর দ্বীনে যা কিছু নতুন সৃষ্টি করা হয় অথচ এর সমর্থনে কোন দলীল-প্রমাণ নেই।'

আভিধানিকভাবে বিদআত শব্দটি البدع শব্দ হতে গৃহীত– যার অর্থ হলো পূর্ববর্তী কোন উদাহরণ ছাড়াই কোন কিছু সৃষ্টি বা আবিষ্কার করা।

উদ্ভাবন দু' প্রকার:

১. প্রথাগত উদ্ভাবন: যেমন আধুনিক আবিষ্কৃত বস্তুসমূহের উদ্ভাবন। এটি মুবাহ এবং জায়েয।

কেননা প্রার ক্ষেত্রে ইবাহাত তথা বৈধ হওয়াই মূলনীতি (যতক্ষণ পর্যন্ত 'না জায়েয' হওয়ার দলীল পাওয়া না যায়।)

২. ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদ্ভাবন: তা হল দ্বীনের মধ্যে কোন বিদআত সৃষ্টি। এটি হারাম। কেননা দ্বীনের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি হল– তাওকীফী অর্থাৎ পুরোপুরি

কুরআন –সুন্নাহের উপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করবে, যা দ্বীনের অন্তর্গত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত' [সহীহ আল বুখারী: ৮৬১]

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

'কোন ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে যা আমাদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত' [সহীহ মুসলিম - ৪২৬৬]

কাজেই এমন কোন আমল উদ্ভাবন করা যা করতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের বলেননি তা বিদআত।

সহিহ মুসলিমে রয়েছে জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুময়ার খুৎবায় বলতেন:

"নিশ্চয় সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব আল কুরআন আর সর্বোত্তম হিদায়েত হল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর হিদায়েত। নিকৃষ্টতম বিষয় হল বিদআত আর প্রত্যেক বিদআতই গুমরাহী বা ভ্রষ্টতা।"

মওলানা আজানগাছী সাহেব 'উরসেকুলের নিয়মাবলী' বইয়ের ৪, ৫ ও ৬ পৃষ্ঠায় কালেমা পড়ার পাচটি নিয়ম ও তার নির্দিষ্ট সংখ্যা নিধারণ করা, উল্লেখিত সূরা পড়ার নিয়ম বর্ণনা করেছেন সেই সাথে সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এভাবে নতুন পন্থা উদ্ভাবন করা, সংখ্যা নির্দিষ্ট করার অবকাশ নেই। কোন বিষয় সওয়াব ও কল্যাণের নিয়তে নির্দিষ্ট সংখ্যায় পড়া যার কোন দলীল সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না - এটা স্পষ্টত বিদআত অর্থাৎ ইবাদতের মাঝে নতুন পন্থার উদ্ভাবন করা।

৩. মাওলানা আজানগাছী সাহেব বারযাখ অবস্থার খবর প্রাপ্ত হওয়ার দাবী করেছেন যা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখার শামিল:

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়টিকে বারযাখ বলা হয়। বারযাখ অবস্থায় মৃত ব্যক্তি কি অবস্থায় রয়েছে সে সম্পর্কে জানা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বারযাখ অবস্থা সম্পর্কে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে জানতে পারতেন।

عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ « يَهُودُ تُعَذَّبُ فِى قُبُورِهَا

আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যাস্তের পর বের হলেন, তারপর তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন, আওয়াজ শুনে তিনি বললেন, ইয়াহুদীদেরকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

[সহীহ মুসলিম - ৭৩৯৪]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ব্যতীত আর কারও পক্ষে এই বিষয়ে জানার বা কেউ জানতে পারে এমন কোন দলীল কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই বরং বারযাখী জীবনে বান্দার উপর যে শাস্তি দেয়া হয় তার আওয়াজ মানুষ ও জীন ব্যতীত বাকীরা শুনতে পায়। মানুষ যে এই আওয়াজ শুনতে পায় না সে বিষয় সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

'আর যদি মৃত ব্যক্তি অসৎ হয় তাহলে বলতে থাকে হায় আফসোস তারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তার এই চিৎকার মানুষ ব্যতীত সব কিছু শুনতে পায়। মানুষ যদি তার এই চিৎকার শুনতে পেত তাহলে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তো। [সহীহ আল বুখারী: ১৩১৪]

'(মালাইকা কর্তৃক কবরে জিজ্ঞাসাবাদ) আর এমনিভাবে মুনাফিক ও কাফিরকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি এই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) সম্পর্কে (দুনিয়ায়) কি বলতে? তখন সে বলবে আমি জানিনা, মানুষ তার সম্পর্কে যা বলতো আমি তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি উপলব্ধি কর নাই, পড়ও নাই এবং তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে প্রচন্ড বেগে পেটানো হবে যা বলে সে এমনভাবে চিৎকার করতে থাকবে যে তার আশেপাশে মানুষ ও জিন জাতি ব্যতিত সবাই শুনতে পাবে।' [সহীহ আল বুখারী: ১৩৭৪]

'উরসেকুলের নিয়মাবলী' বইয়ের ২পৃষ্ঠায় মওলানা আজানগাছী মুফতি সাহেব বারযাখে অবস্থিত অসহায় মানবাত্মার অবস্থা অবগত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন যা স্পষ্টত সহীহ হাদীস বিরোধী এবং অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখার শামিল যা স্পষ্টত শির্ক যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

<u>৪.মওলানা আজানগাছী সাহেব আল্লাহর নিকট থেকে খিযির আলাইহিস্‌সালামের মাধ্যমে উরসেকুল ব্যবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন বলে দাবী করেছেন যা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করার শামিল:</u>

আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা নাযিল হয়েছে তা ওহী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর ওহীর এই দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলা কিংবা কোন দূত ছাড়াই কোন নতুন বিষয় প্রাপ্ত হওয়া আল্লাহর তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করার মত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

অর্থ: কোন মানুষের এ মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যম, পর্দার আড়াল অথবা কোন দূত পাঠানো ছাড়া। তারপর আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে তিনি যা চান তাই ওহী প্রেরণ করেন। তিনি তো মহীয়ান, প্রজ্ঞাময়। [সূরা আশ্-শূরা: ৫১]

খিযির আলাইহিস্সালাম মুসা আলাইহিস্সালাম সময়ের লোক। তিনি জীবিত নেই অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু পূর্বেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। কেউ যদি বলে খিযির আলাইহিস্সালাম জীবিত কিংবা তার সাথে কারো সাৰাত হয়েছে কিংবা তার নিকট থেকে কোন আমল কেউ পেয়েছে তাহলে সে আল্লাহর কালাম কুরআনের উপর মিথ্যারোপ করল।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (٣٤) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥)

অর্থ: **আর তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি;** সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি অনন্ত জীবনসম্পন্ন হয়ে থাকবে ? প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর ভাল ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।

[সূরা আল আম্বিয়া: ৩৪-৩৫]

মওলানা আজানগাছী সাহেব খিযির আলাইহিস্সালামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে উরসেকুল ব্যবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন যা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করার শালিম আর আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা শির্কের সমান অপরাধ। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থান নির্ধারণ করে নিল।

৫. হাক্কানী দরূদ নামে কোন দরূদের অস্তিত্ব নেই:

মওলানা আজানগাছী সাহেব 'হাক্কানী আঞ্জুমান অজিফা শরীফে'র ৫পৃষ্ঠায় হাক্কানী দরূদ নামে একটি বিশেষ দরূদের কথা উল্লেখ করেছেন অথচ হাক্কানী দরূদ বলে কোন দরূদের কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের যে সকল দরূদ শিখিয়ে দিয়ে গেছেন তার বাইরে যেয়ে নতুনভাবে দরূদ আবিস্কার করা ও তার ফযিলত বর্ণনা করা বিদআত।

যিক্র করার জন্যে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা এবং নতুন পন্থা বর্ণনা করা দ্বীন ইসলামে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। এছাড়া হাক্কানী দুরূদ শরীফ নামে যে দরূদ বর্ণনা করা হয়েছে তার বর্ণনা সহীহ হাদীস বহির্ভূত। এছাড়া অজিফা পড়ার ফলে যে ফযিলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর উক্ত অজিফা পড়লে ১০ বার কুরআন পড়ার সমান সওয়াব হাছিল হবে

বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রকম সওয়াব তথা ফযিলত ঘোষণা করার অবকাশ নেই এবং বিদআত তথা দীন ইসলামে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়।

৬.কাউকে হুযুর কিবলা নামে নামকরণ করার অবকাশ নেই:

উরসেকুলে নিয়মাবলী ও হাক্কানী আঞ্জুমান অজিফা শরীফ বইয়ে মওলানা আজানগাছী সাহেবকে হুজুর কিবলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি বিশেষকে কিবলা নির্ধারণ করা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিরোধীতা করার শামিল।

قِبْلَةٌ অর্থ দিক, সালাতের সময় যেদিকে আমরা দাড়িয়ে সালাত আদায় করি তাই কিবলা। মুসলিমদের 'দিক' অর্থাৎ 'কিবলা' নির্দিষ্ট আর তা হচ্ছে, 'বাইতুল্লাহ তথা কাবাঘর'। প্রাথমিক অবস্থায় মুসলিমদের কিবলা ছিল 'মসজিদুল আকসা'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে সাহাবীরা তখন 'মসজিদুল আকসা' দিকে সালাত আদায় করতেন এরপর যখন কিবলা পরিবর্তন করে কাবা নির্ধারন করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে সাহাবীরা কাবার দিকে সালাত পড়তেন। এটা ছিল তাদের জন্যে একটা পরীৰা স্বরূপ অর্থাৎ কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে করে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

অর্থ: আর যে কিবলার উপর তুমি ছিলে, তাকে কেবল এ জন্যই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে আমি জেনে নেই যে, কে রাসূলকে অনুসরণ করে এবং কে তার পেছনে ফিরে যায়। [সূরা বাকারা: ১৪৩]

সুতরাং নতুনভাবে কাউকে 'কিবলা' নামকরণ করে তার অনুসরণ করা আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ-এর বিরম্নদ্ধচারণ করার শামিল।

৭. রাসূলী অমূল্য রত্ন ও মুবারক লবঙ্গ:

'হাক্কানী আঞ্জুমান অজিফা শরীফ' বইয়ের ১০ পৃষ্ঠায় বাতেনী তরীকায় কথিত 'রাসূলী অমূল্য রত্ন মুবারক' পাওয়ার কথা বাতেনী প্রক্রিয়া লাভ করেছেন বলা হয়েছে যা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করার শামিল। একই বইয়ের ১১ পৃষ্ঠায় 'মুবারক লবঙ্গ' নামে একটি প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে সেই সাথে কথিত 'রাসূলী অমূল্য রত্নের মাধ্যমে বরকত লাভের কথা বলা হয়েছে। কোন পাথর থেকে বরকত হাছিল হবে বলে নির্দিষ্ট করে নেয়া শির্ক।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, দীন ইসলামের কল্যাণকর, অকল্যাণকর বিষয়সমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে গেছেন, তিনি আমাদের নিকট কোন বিষয় গোপন রেখে যান নি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

অর্থ: হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না। [সূরা আল মায়িদা: ৬৭]

ইসলামে বাতেনী তথা গোপন কোন বিষয় রয়েছে বিশ্বাস করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী গোপন করেছেন বিশ্বাস করার শামিল যা স্পষ্টত কুফরী। সুতরাং এমন কোন বস্তুর ফযিলত বর্ণনা করা যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কোন দিন নির্দেশনা দেননি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করার শামিল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই জঘন্য কুফরী থেকে হিফাজত করুন। আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে নিজের জন্যে ঘর তৈরী করে নিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলো না, যে আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'। [সহীহ আল বুখারী: ১০৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা আমাদের নিকট স্পষ্ট হল যে, হাক্বানী অজিফায় যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে কুরআন ও হাদীসের কষ্টিপাথরে এসব যাচাই করলে ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর ও হেদায়েত বিবর্জিত নব আবিস্কৃত বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়। এসবের উপর বিশ্বাস পোষণ করা ও আমল করা কোন ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে কোন অবস্থায়ই জায়েয নেই। সুতরাং হেদায়েত ও নাজাত ইচ্ছুক ঈমানদার ব্যক্তিদের করণীয় হচ্ছে এধরণের বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা থেকে কুরআন ও হাদীসের দিকে পরিচালিত করা এবং সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

৮। আজানগাছী সাহেবের আহ্বান নিছক পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তিকর ঃ

আজানগাছী সাহেব লোকদের কোন দিকে ডাকছেন ? এখানে একটি বিরাট প্রশ্ন এসে যায়, আর তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে জান্নাতের দিকে আহবান করেছেন। তিনি আমাদের জান্নাতের পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি জাহান্নামের পথ থেকে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন ও দূরে থাকতে বলেছেন। জাহান্নামের পথগুলো সুস্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানিয়ে গেছেন। এসব কিছু রাসুলুল্লাহ্ সা. অহির মাধ্যমে করেছেন। কিন্তু আজানগাছী সাহেব ? তিনি

এসবের বাইরে কোন পথের দিকে লোকদের আহবান করছেন ? তিনি বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন তিনি দস্তেগায়েব হতে খিযিরের মাধ্যমে অমূল্য ব্যবস্থাপত্র উরসেকুল প্রাপ্ত হয়েছেন।

তিনি গভীর জঙ্গলে রিয়াযেত করে আল্লাহর রহমত থেকে পঞ্চ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি দরুদে ইবরাহীমীর চেয়েও ফযিলত সম্পন্ন হাক্কানী দরুদের আবিষ্কার করেছেন।

তিনি মুবারক লবঙ্গের মাধ্যমে সকল সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন করেন। এসব বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় তিনি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সা. যে দীনের দিকে আহবান করেছেন সে দিকে মানুষদেরকে ডাকছেন না বরং তিনি তার আবিস্কৃত অভিনব চিন্তাধারা ও আমলের দিকে ডাকছেন। তার এসব কথা বিশ্বাস করা ইসলামী কুফরী ও শির্ক। একজন মুসলমানদের জন্য এর একটি কথাও বিশ্বাস করার অবকাশ নেই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা আমাদের নিকট স্পষ্ট হল যে, হাক্কানী অজিফায় যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে কুরআন ও হাদীসের কষ্টিপাথরে এসব যাচাই করলে ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর এবং হেদায়েত বিবর্জিত নব আবিস্কৃত বিষয় হিসেবে প্রমানিত হয়। এসবের উপর বিশ্বাস পোষণ করা ও আমল করা কোন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য কোন অবস্থায়ই জায়েয নেই। সুতরাং হেদায়েত ও নাজাত ইচ্ছুক ঈমানদার ব্যক্তিদের করণীয় হচ্ছে এ ধরনের বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার পথ পরিহার করে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী আমল করা এবং আজানগাছী সাহেবের নব আবিস্কৃত আমল হতে সম্পূর্ণরুপে বিরত থাকা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল মাদানী
পি.এইচ.ডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।
সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্রগ্রাম, ঢাকা
স্কলার ও নিয়মিত আলোচক, আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান, এনটিভি।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আমরা জানতে পেরেছি হাক্কানী আঞ্জমান নামের পীরপন্থী গ্রুপ দীন-দুনিয়ার শান্তি ও মঙ্গল হাসিলের ব্যবস্থাপত্র বিতরণ করে বেড়াচ্ছে যা আমাল করলে নাকি অনেক উপকারিতা রয়েছে। এবং দুজাহানের কল্যাণের পথ বাতলিয়ে দেওয়ার জন্য হাক্কানী আঞ্জমান নাকি সতত চেষ্টা চালাচ্ছে ? পরম উপকারী ও কার্যকরী এই ব্যবস্থাপত্র নাকি বহু বৎসরের চেষ্টা ও সাধনার পর তাদের হস্তগত হয়েছে। (উরসেকুলের নিয়মাবলী-১ পৃষ্ঠা) আমরা তাদের এই ব্যবস্থাপত্রটি পড়েছি এবং এটিকে ইসলাম বিরোধী ও মুসলিমদেরকে জাহান্নামে পৌছানোর অন্যতম ব্যবস্থাপত্র হিসাবে পেয়েছি। কিছু বিষয় নিয়ে আমরা বুঝানোর চেষ্টা করবো।

মুসলিম মাত্রই জানেন যে শিরক ও কুফরি দুটি মারাত্বক ক্ষতিকারক বিষয় যা মুসলিমকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বানিয়ে দেয়। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কালামে বলেছেন

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥ سورة الزمر)

এবং (হে নাবী) নিশ্চয় তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে অহী করা হয়েছে (এই বলে) যে যদি তুমি শিরক তথা অংশিস্থাপন কর আল্লাহর সাথে তাহলে তোমার সমস্ত (সৎ) আমাল ধ্বংশ হয়ে যাবে।এবং নিশ্চিত তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (সূরা যুমার-৬৫)

বিবেক সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি এই আয়াত থেকে বুঝে নিতে পারবেন যে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নাবী-রসূলগণকে তাদের সৎ আমাল ধ্বংশ করে দেয়া এবং ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে নিক্ষেপ করার হুমকি দিয়েছেন যদি তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শিরক তথা অংশিস্থাপন করে। অতএব ওলী-আওলিয়াদের নামে যারা শিরকে পতিত তাদের অবস্থা কিরুপ হবে তা প্রত্যেকের চিন্তা করার বিষয়।

হাক্কানীদের বই "উরসেকুলের নিয়মাবলীর" দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মারাত্বক শিরকি বিশ্বাস শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। হুবহু সে অংশটুকু আমরা তুলে দিচ্ছি-

"বস্তুত: আল্লাহর মর্জিতে হুজুর কিবলাহ হজরত মওলানা আজানগাছী সূফী মুফতী সাহেব তাহার উন্নত আধ্যাত্বিক জ্ঞানের সাহায্যে বরজখে অবস্থিত দুঃস্থ অসহায় মানবত্মার অবস্থা অবগত হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হন

এবং তাহাদের মুক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতে হজরত খিজির (আ:) এর সহায়তায় এই উরসেকুল ব্যবস্থা প্রাপ্ত হন।"

লক্ষ্য করুণ, আজানগাজী সাহেব নাকি বরযখে অবস্থিত দুঃস্থ অসহায় মানবত্মার অবস্থা অবগত হয়ে নিতান্ত ব্যথিত হন। ইহা যে বিশ্বাস করবে ও মেনে নেবে সে নিশ্চিত মুশরিক হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

বরযখ উদ্দেশ্য হলো কবর। কবরে যারা শায়িত থাকে তারা মৃত। মুসলিম ও অমুসলিম হওয়ার ভিত্তিতে তাদের সুখ-শান্তি ও শাস্তি-কষ্ট রয়েছে যা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। এই মৃত মানুষের অবস্থা জিন-ইনসান তথা মানব-দানব কেউ জানতে পারেনা। স্বয়ং রসূল (সঃ)

١٣١٤ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ – رضي الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ (لَصَعِقَ)

আবূ সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন নিশ্চয় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যখন মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রাখা হয় এবং মানুষ তাকে তাদের কাঁধে বহন করে নেয় তখন সে যদি সৎ হয় তাহলে সে বলতে থাকে তোমরা আমাকে (তাড়াতাড়ি) নিয়ে চল (অফুরন্ত সুখের জায়গায়)। আর যদি মৃত ব্যক্তি অসৎ হয় তাহলে বলতে থাকে হায় অফসোস তারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? তার এই চিৎকার মানুষ ব্যতীত সব কিছু শুনতে পায়। মানুষ যদি তার এই চিৎকার শুনতে পেত তাহলে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তো। (বুখারী-১৩১৪)

١٣٧٤ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رضي الله عنه – أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ

لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا * قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ

فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ (أَ تْلَيْتَ) وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ

আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রেখে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাদী সম্পাদন করা হয় এবং তার সাথী-আত্মীয়গণ ফিরে যেতে শুরু করে (আপন গন্তব্যে) এমনকি মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায় এমতাবস্থায় দুইজন ফেরেস্তা এসে তাকে বসিয়ে দেয় তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করে মুহাম্মাদ নামের এই লোকটি সম্মন্ধে তোমরা (দুনিয়ায়) কী বলতে ? মুমিন ব্যক্তি হলে উত্তরে বলবে আমি স্বাক্ষ্য দিতাম যে তিনি মহান আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল। উত্তর শুনে তাকে বলা হবে তুমি জাহান্নামের (এই) স্থানটির দিকে চেয়ে দেখ এটির বদলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে জান্নাতের এই স্থানটি নির্ধারন করে দিয়েছেন। অত:পর তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের উভয় স্থানই দেখে নেবেন। কাতাদাহ বলেন তিনি আমাদের (আরো) বর্ণনা করে বলেন যে তার কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসের বাকী অংশ পূনরায় বলতে শুরু করেন। আর এমনি ভাবে মুনাফিক ও কাফিরকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি এই ব্যক্তি (মুহাম্মদ) সম্মন্ধে (দুনিয়ায়) কী বলতে ?) তখন সে বলবে আমি জানিনা মানুষ তার সম্মন্ধে যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন (ফেরেস্তাদের পক্ষ থেকে) তাকে বলা হবে, তুমি উপলব্ধিও করো নাই (কুরআন) পড়ও নাই এবং তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে প্রচন্ড বেগে পেটানো হবে পেটানোর চোটে সে এমনভাবে চিৎকার করতে থাকবে যে তার আশে-পাশের সবাই শুনতে পাবে মানুষ এবং জিন জাতি ব্যতিত। (বুখারী- ১৩৭৪)

এই হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে ইসলাম ধর্ম জানতে হবে,উপলব্ধি করতে হবে এবং ধর্মের মূলমন্ত্র পবিত্র কুরআন পড়তে হবে নয়তো কবরে ফেরেস্তারা বলবে, উপলব্ধি করনাই,পড়ও নাই এবং পিটাবে হাতুড়ি দিয়ে।

হাদীস দুটি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে কারো মৃত্যুর পর তার সুখ হচ্ছে নাকি শাস্তি হচ্ছে দুনিয়ার কোন মানুষ ও জিনের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। অত:এব কোন নামধারি ওলী-আওলিয়া যদি দাবি করে যে সে কবরে কি হয় বা হচ্ছে তা সে আধ্যাতিক শক্তি বলে দেখতে পায় বা দেখেছে তাহলে

একই সাথে সে মহামিথ্যুক এবং মুশরিক হিসাবে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

হাক্কানীর হুজুর সাহেবের দাবি হলো- তিনি আধ্যাতিক জ্ঞানের সাহায্যে বরযখ তথা কবরের দুঃস্থ মানুষের অবস্থা অবগত হয়েছেন। এই দাবি করা স্পষ্ট শিরক,এতে আল্লাহ তায়ালার সাথে অংশিদার স্থাপন করা হলো। এমনকি কেউ যদি বিশ্বাস করে যে ওলী-আওলিয়া বা পীর-দরবেশদের দ্বারা এরকম হওয়া সম্ভব বা তারা কবরের অবস্থাসহ অন্যান্য অদৃশ্য তথা গায়েবী বিষয়াদির খবর জানে ও বলতে পারে তাহলে সেও নিশ্চিত মুশরিক হয়ে যাবে।ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, ইমান ধ্বংস হয়ে যাবে, বিন্দু পরিমাণ ইমানও তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না এবং কবরে সে হাতুড়ি পেটা খাবে আর জাহান্নামের চিরস্থায়ী অগ্নি তার জন্য অপেক্ষা করবে।

কারণ হুজুরের এই আধ্যাতিকতার দাবিতে প্রমাণ হচ্ছে যে তিনি গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়াদির খবর জানেন বা জানতে পারেন ও বলতে পারেন। অথচ অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান আল্লাহ ব্যতিত কেউ জানেন না। দেখুন আল্লাহ তায়ালা তার পবিত্র বাণীতে কী বলেছেন ?

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

আর তারই গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়াদীর জ্ঞান রয়েছে। তিনি ব্যতিত অদৃশ্য বিষয়াদীর জ্ঞান কেউ জানেন না। এবং তিনি জানেন সমুদ্র ও স্থলে যা কিছু রয়েছে। এমন কোন পাতা (গাছ থেকে) ছিড়ে পরে না যা তিনি জানেন না।এবং জমিনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বিরাজমান এমন কোন শস্যদানা নেই এবং নেই কোন আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তু যা সুস্পষ্ট কিতাবে বর্ণিত নেই। (সূরা আল-আন'আম-৫৯)

এই আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে গাইব তথা অদৃশ্যের খবর আল্লাহ ব্যতিত কেউ জানেন না। সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ তায়ালার অন্যতম বৈশিষ্ট হলো দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর জ্ঞান রাখা। অতঃএব কেউ যদি আল্লাহ বা স্রষ্টা হওয়ার দাবি করে তাহলে তাকে এই মানদন্ডে যাচাই করতে হবে। তাহলে সত্য আল্লাহ ও মিথ্যা আল্লাহর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। বিচক্ষণ যে কোন ব্যক্তিই হাক্কানী হুজুরের কেরামতির নামে,

আধ্যাতিকতার নামে আল্লাহর স্থান দখল করে বসেছে। আল্লাহ তার পবিত্র কালামে বলতেছেন তিনি ব্যতীত দৃশ্য-অদৃশ্যের খবর ও জ্ঞান আর কেউ রাখে না। আর হাক্কানী হুজুর বলছে তিনি কবরের বিষয়ও জানেন। যে কবরের বিষয় জানার দাবি করে দুনিয়ার অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান বা খবর রাখা তার কাছে আরও সহজ হওয়ার কথা।এ উভয় অবস্থায় আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত হবে। সুতরাং এতে স্পষ্টত আল্লাহর সাথে শিরক তথা অংশিদার স্থাপন করা হলো। মুশরিককে আল্লাহ তায়ালা চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এতে কোন সংশয় নেই।

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥ سورة الزمر)

যদি তুমি শিরক তথা অংশিস্থাপন কর তাহলে তোমার সমস্ত (সৎ) আমাল ধ্বংশ হয়ে যাবে।এবং নিশ্চিত তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (সূরা যুমার-৬৫)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١١٦)

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক করার গুনাহ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না তবে এর চেয়ে ছোট গুনাহগুলো আল্লাহ যাকে চাইবেন ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহ তায়ালার সাথে অংশিদারিত্ব স্থাপন করে সে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। (সূরা নিসা-১১৬)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨)

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক করার গুনাহ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না তবে এর চেয়ে ছোট গুনাহগুলো আল্লাহ যাকে চাইবেন ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহ তায়ালার সাথে অংশিদারিত্ব স্থাপন করে সে অপবাদ আরোপ করে। (নিসা-৪৮)

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ [٧٢/٥]

নিশ্চয় যে আল্লাহ তায়ালার সাথে অংশিদারিত্ব স্থাপন করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন।এবং জাহান্নামে তার থাকার স্থান নির্ধারণ করে দেন। (সূরা মায়িদাহ-৭২)

« مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ

যে মৃত্যু বরণ করে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক তথা অংশিদার না করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং যে মৃত্যু বরণ করে আল্লাহ তায়ালার সাথে কোন কিছুকে শরীক তথা অংশিদার করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সহীহ মুসলিম-নং-৯৩)

এক্ষেত্রে আরো স্পষ্ট কথা হলো আল্লাহর নাবীস্বয়ং মুহাম্মাদও সা: গাইব তথা অদৃশ্যের খবর জানতেন না ও বলতে পারতেন না। তবে কিছু অদৃশ্য বিষয় যা তিনি বর্ণনা করেছেন তা ছিল ওহী। ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যা জানাতেন তা তিনি বলতেন। ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্যের খবর জানা বা বলার কারণে স্বয়ং রসূল (ﷺ) এর গাইব জানা সাব্যস্ত হয় না।

রসূলের সা: ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার বাণী-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

হে রসূল তুমি বল আমি আমার নিজের জন্য কোন কল্যাণ ও ক্ষতি নির্ধারনের মালিক নই তবে আল্লাহ আমার জন্য যে কল্যাণ ও ক্ষতি নির্ধারণ করতে চান কেবল তাই হয়। যদি আমি অদৃশ্যের খবর জানতাম তাহলে বেশি বেশি কল্যাণ অর্জনে সক্ষম হতাম এবং আমাকে কোন ধরনের অকল্যাণ-ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমিতো শুধু বিশ্বাসি সম্প্রদায়ের জন্য ভীতিপ্রদর্শক এবং সুসংবাদদাতা। (সূরা আরাফ-১৮৮)

– ﴿قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ﴾

হে রসূল তুমি (জনগনকে) বল : আমি তোমাদের বলি না যে (বান্দার জন্য) আল্লাহর (নির্ধারিত) রিযিকের দায়িত্ব আমার হাতে। এছাড়াও আমি গাইব বা অদৃশ্য বিষয়াদির খবর জানি না এবং আমি বলি না যে আমি ফেরেস্তা। আমার উপরে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) যে বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করে থাকি। (হে রসূল) তুমি (আরও) বল: অন্ধ এবং চোখওয়ালা কি সমান ? (অর্থাৎ-কাফির এবং মুসলিম কি সমান ?) (এর পরও) কি তোমরা উপলব্ধি করবে না। সূরা আনআম-৫০।

উল্লেখিত আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্ট হলো যে রসূল গাইব বা অদৃশ্যের খবর জানতেন না। তিনি যদি জানতেন যে তায়িফে গেলে সেখানের লোকেরা তাকে আক্রমণ করে রক্তাক্ত করে ফেলবে তাহলে তিনি সেখানে যেতেন না। এরকম অনেক প্রমাণ রয়েছে যে সকল বিষয়ে বুঝা যায় তিনি গাইব জানতেন না। এমনকি তার আদর্শ গ্রহণকারী সাহাবীগণও এরকম উদ্ভট দাবি করেন নি। বরং ফিতনা আধিক্য সময়ে মারদূদ শয়তান এইসব শিরকি আকীদাহ-বিশ্বাস বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে বুঝতে হবে। কারণ বর্তমানের পীর-পুরোহিতরা যেভাবে ওলী-আওলিয়ার নাম ধারণ করে ইসলামী সুরতে নিজেদেরকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে দিয়েছে তাতে শয়তান অত্যধিক খুশি হওয়ারই কথা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের হিফাজত করুক। এবং বাতিল আকীদাহ-বিশ্বাসকারীদের হিদায়াত দিক।

উরসে কুলের নিয়মাবলী বইয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার এক অংশে লেখা আছে, "তাহাদের মুক্তির জন্য (বরজখে অবস্থিত দ:স্থ অসহায় মানবাত্মার) মুক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতে হজরত খিজির (আ:) এর সহায়তায় এই উরসেকুল ব্যবস্থা প্রাপ্ত হন। এমন এক উত্তম ব্যবস্থা যাহা শুধু মৃতদের জন্যই নহে, জীবিত এবং ভবিষ্যতের সকল মুমিন-মুমিনাতের জন্যও অশেষ কল্যাণকর।"

'হাক্কানী আঞ্জুমান অজিফা শরীফ' বইয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখা আছে "হুযুরে কিবলাহ সূফী আযানগাছি আল্লাহর খাস মেহেরবানীতে বিগত শতাব্দীর মুযাদ্দিদ এবং ইমামুত্তরীকত রূপে বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনের জন্য আবির্ভূত হন। দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ বিভিন্ন পীরের খেদমতে এবং গভীর জঙ্গলে রিয়াজতের পর আল্লাহর তরফ হইতে পঞ্চ নিয়ামত প্রাপ্ত হন। উহার মধ্যে হযরত খিজির (আ:) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ ৩টি নিয়ামত যথা- অজিফা, উরস-ই-কুল এবং হাক্কানী দুরূদ শরীফ আমল করিয়া দোজাহানের কামিয়াবী হাসিল করিবার জন্য মানুষের মধ্যে প্রচার করেন।"

আমরা বলতে চাই যাদের ধর্ম সম্মন্ধে নূন্যতম জ্ঞান আছে তারাও এই অংশটুকু পাঠ করা মাত্রই বুঝতে পারবেন যে এই পদ্ধতি বাতিল আল্লাহর পক্ষ থেকেতো নয়ই বরং শয়তানের পক্ষ থেকে। মানবতার মুক্তি কিংবা দুজাহানের শান্তিতো দুরের কথা অশান্তি আর অশান্তির আধার মাত্র আর পরকালেতো নিশ্চিত জাহান্নামের চরম জালা-জন্ত্রনা, চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষা করছে। আমরা এখন এর কারণ ব্যাখ্যা করবো ইনশাআল্লাহ।

১। (আল্লাহর অসীম রহমতে হযরত খিজির (আঃ) এর সহায়তায় এই উরসে কুল ব্যবস্থা প্রাপ্ত হন) : 'আল্লাহর অসীম রহমতে' এই কথাটুকু ব্যবহার করে মানুষকে চরম ধোকায় ফেলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর অসীম রহমতেতো আমরা পবিত্র কুরআন ও তার ব্যাখ্যা সহীহ হাদীসসমূহ পেয়েছি।অনেকে আবার বিশ্বাস করে খিজির (আঃ) মরেননি এখনও জীবিত আছেন এমন ধারনা করাও কুফরী,আল্লাহ এবং আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করা হয়।কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (٣٤) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥)

(হে মুহাম্মাদ) আমি তোমার পূর্বে কোন মানুষকেই স্থায়ী জীবন দিয়ে (দুনিয়ায়) বাঁচিয়ে রাখিনি। (হে নাবী) তোমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে তারা (কাফিররা) কি চিরকাল জীবিত থাকবে ? প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যু বরণ করতে হবে। আমি তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তি দিয়ে পরিক্ষা করবো। সবশেষে তোমাদেরকে আমার কাছে (হিসাবের জন্য) উপস্থিত হতেই হবে। (সূরা আল-আম্বিয়া ৩৪-৩৫)

দেখুনতো এত স্পষ্ট কথা আর কি হতে পারে? আল্লাহ নাবীকে স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে তোমার পূর্বে কেউ জীবিত নেই সবাই মারা গেছে এমনকি তুমিও মরে যাবে এবং কাফির-মুশরিকসহ যত প্রাণী পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছে ও হবে সবাই মরবে এটা নির্ঘাত সত্য।বাস্তবে সামান্য বুদ্ধি সম্পন্ন লোকও এই সত্য স্বীকার করে এবং সরাসরি এর সত্যতা প্রত্যেক্ষ করে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো কিছু অন্ধবিশ্বাসী ধর্মপাগল লোক।

আর খিজির আ: সহায়তা করবেন কি করে ? তিনি আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র। মূসা আ; এর সময়কার লোক। তিনি বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য নিজেই কোন ব্যবস্থাপত্র পাননি। এমনকি তিনি কোন কাওমকে হেদায়েতের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এমন কোন বর্ণনা বিবরণ পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না। তিনি কী করে এই বিংশ শতাব্দীর লোকদের সহায়তা করতে পারেন। এটি বিশ্বাস করা জঘন্যতম শিরক। কারণ এক যুগ থেকে আরেক যুগ বা এক স্থানে থেকে অন্য স্থানের কাউকে সাহায্য-সহায়তা করার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই এই ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর রয়েছে। অতএব এই কথা বলা মানে আল্লাহর

ক্ষমতার সাথে মানুষ তথা সৃষ্টির ক্ষমতাকে এক করা, সমান সমান সাব্যস্ত করা, সমকক্ষ নির্ধারন করা যা নির্ঘাত বড় শিরক। যে শিরক করে সে মুশরিক। মুশরিক ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামি হয়ে যায়।

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢)

অতএব তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে সমকক্ষ নির্ধারণ করবে না। (সূরা বাকারাহ্ ২২)

আল্লাহর কথায় প্রমাণ হচ্ছে যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে সমকক্ষ নির্ধারণ করা, তাঁর কোন কাজে সৃষ্টির কাউকে সমান সমান মনে করা শিরক। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে মুশরিকদের পরিণতি স্থায়ী জাহান্নাম। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা যদি আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওবা করে মুসলিম না হয় তাহলে কশ্চিনকালেও আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ক্ষমা করবেন না।

আমরা জানি যখনই কোন জাতি শিরক -কুফরি কিংবা বিশেষ বিশেষ পাপে নিমগ্ন হয়েছিল তখনই আল্লাহ তায়ালা নাবী-রসূল পাঠিয়েছিলেন সেই জাতির হিদায়াতের জন্য ব্যবস্থাপত্রসহ। আল্লাহ তায়ালা ব্যবস্থাপত্র প্রেরণের জন্য ফিরিস্তা নাযিল করেছিলেন খিজির (আ:) এর সহায়তায় আল্লাহ্ কাউকে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন এমনটা কেবল জঙ্গলের পশু-প্রানিই বিশ্বাস করতে পারে।

২। হুজুরে কিবলাহ বলা কুফরি। কারণ কিবলাহ হলো কা'বা অন্য নামে বাইতুল্লাহ বা মাসজিদে হারাম যা মাক্কায় অবস্থিত। মুসলিম মাত্রই কিবলাহ দিকে মুখ করে ছলাত পড়তে হয়।কিবলাহ সম্মন্ধে আল্লাহ তায়ালার হুকুম লক্ষ্য করুণ:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

(হে নাবী) (কা'বাকে কিবলাহ বানানোর আশায়) তোমার আসমানের দিকে মুখ ফিরানো আমি প্রায় লক্ষ্য করি। তুমি যে কিবলায় সন্তুষ্ট তা আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমার জন্য নির্ধারণ করে দিব। তুমি (এখন) মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরাও। (এখন থেকে) তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরাবে (ছলাতের সময়)।

আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে কিবলাহ হলো কা'বা। এই কা'বার সাথে আয়াতে কোন হুজুর-বুজুর্গ বা অন্য কোন সৃষ্টিকে সংশ্লিষ্ট করা হয়নি। অতএব হুজুরে কিবলাহ বলা মানেই আল্লাহর একক হুকুমকে বাতিল সাব্যস্ত করা যা কেবল কাফিরদের কাজ।

৩। 'ব্যবস্থাপত্র পেয়েছেন' এটি বলা ও বিশ্বাস করা কুফরি। কারণ আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ (সঃ) এর উপর সর্বশেষ ব্যবস্থাপত্র নাযিল করেছেন তা হলো পবিত্র কুরআন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (٣)

অদ্য আমি তোমাদের দীন (তথা জীবন চালানোর ব্যবস্থাপত্র) পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহরাজি সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণ করে আমি সন্তুষ্ট থাকলাম। (সূরা মায়িদাহ - ৩)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥) كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٦) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٨٩)

আর যে ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন ব্যবস্থাপত্র অন্বেষণ করে আল্লাহ তায়ালা তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করবেন না। এবং সে পরকালে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভক্ত। আল্লাহ তায়ালা ঐ সম্প্রদায়কে কিভাবে হিদায়াত দিবেন যারা ঈমান আনার পরও কুফরি করে এবং স্বাক্ষ্য দেয় যে রসূল (মুহাম্মাদ) সত্য এবং তাদের নিকটে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীও এসে পৌছে আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। তাদের শাস্তি হলো আল্লাহ, ফেরেস্তাগণ এবং সমস্ত মানুষের অভিসম্পাত তাদের উপর এতে তারা চিরকাল থাকবে। তাদের উপর থেকে শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদের কোন অবকাশও দেয়া হবে না। তবে এর পরও যারা তাওবা করে এবং (নিজেদের আমালগুলোকে) সংশোধন করে নেয় (তাদের জন্য) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা অতিব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আল-ইমরান ৮৫-৮৯)

সূরা মায়িদাহ ও আল-ইমরানের আয়াতগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে আল্লাহ তায়ালা নাবী মুহাম্মাদ (সঃ) এর উপরে ইসলাম নামক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তথা দুজাহানের শান্তি ও মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে সন্তুষ্ট আছেন। এবং এই ইসলাম নামক ব্যবস্থাপত্র বাদ দিয়ে কেউ যদি

অন্য কোন ব্যবস্থাপত্র খোঁজে বা অন্য কোন ব্যবস্থাপত্র মেনে চলে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করবেন না বরং অসন্তুষ্ট হবেন এবং তার উপরে সকলের লা'নত, পরকালে চিরস্থায়ী শাস্তি যে শাস্তির কোন কমতি করা হবে না। অতএব আযানগাছী নামক ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্তির দাবিদার লোকটি এবং তার অনুসারিদের কি অবস্থা হবে চিন্তা করুণ। আয়াতগুলোতে আরো প্রমাণিত হয় যে আল্লাহর দেওযা ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ না করে যারা জঙ্গলে বা জঙ্গল মার্কা পীরদের কাছে প্রাপ্ত কোন ব্যবস্থাপত্র মেনে চলে সে আবূ জাহলের মত কুফরিতে নিমজ্জিত। এবং এরকম ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্তির দাবিদার আল্লাহর উপরে বা আল্লাহর পবিত্র বাণীগুলোর উপরে মিথ্যারোপের কারণে স্পষ্ট কুফরিতে লিপ্ত এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ বলেন -

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١٧)

তোমাদের মুখ থেকে সাধারনতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে সেভাবে তোমরা আল্লাহর উপরে মিথ্যারোপ করে বলো না যে ইহা হালাল আর এটা হারাম। কারণ যারা আল্লাহর তায়ালার উপরে মিথ্যারোপ করে তারা সফল হবে না। তাদের জন্য (দুনিয়াতে) সামান্য ভোগ-বিলাসের সুযোগ আছে মাত্র। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

(সূরা নাহল- ১১৬-১৭)

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে কেউ যদি বলে এটা হারাম কিন্তু আল্লাহর বাণী পবিত্র কুরআনে বা সহীহ হাদীসে তা হারাম নয় বরং হালাল কিংবা কেউ বলে ইহা হালাল কিন্তু আল্লাহর বিধান প্রমাণ করে তা হারাম তাহলে সে স্পষ্টভাবে আল্লাহর উপরে মিথ্যারোপ করল এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকেও মিথ্যা সাব্যস্ত করল। এই ভাবে কেউ যদি বলে যে আল্লাহর সন্তান আছে কিংবা বলে আল্লাহর রহমতে আমার কাছে ফেরেস্তা ওহী নিয়ে আগমন করে,খিজির (আঃ) এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপত্র পেয়েছি ইত্যাদী ধরনের দাবিগুলোও আল্লাহ তায়ালার প্রতি এবং আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহের প্রতি স্পষ্ট মিথ্যারোপ যা উপরের আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় এবং জানা যায় যে তার জন্য রয়েছে পরকালে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ তায়ালার প্রতি মিথ্যারোপের এবং তার আয়াতসমূহকে

মিথ্যা সাব্যস্ত করনের শাস্তি সম্বলিত আরো কিছু আয়াত তুলে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (٦٨)

এবং ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে যে আল্লাহ তায়ালার উপরে মিথ্যারোপ করে অথবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে সত্যকে (কুরআনকে) যখন তা তার নিকটে পৌঁছে ? কাফিরদের বসবাসের স্থান কি জাহান্নাম নয় ?
(সূরা 'আনকাবুত-৬৮)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে যে আল্লাহ তায়ালার উপরে মিথ্যারোপ করে কিংবা মিথ্যারোপ করে তার আয়াতসমূহকে ? নিশ্চয় জালিমরা সফল হবে না। (সূরা আন'আম- ২১)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٠)

আর যারা অস্বীকার করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী, তাতে তাদেরকে চিরকাল থাকতে হবে এবং এটি কতইনা ভয়াবহ প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা আত-তাগাবুন-১০)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

এবং যারা অস্বীকার করে ও আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী তাতে তাদেরকে চিরকাল থাকতে হবে। (সূরা আল-বাকারাহ- ৪৯)

৪। আছান গাছি নামের এই ব্যক্তিকে বিগত শতকের মুযাদ্দিদ বলা মিথ্যা। মুযাদ্দিদ তিনিই যিনি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে প্রচলিত সমাজের শিরক-বিদআত, কুসংস্কার-অপসংস্কৃতি, ধর্মের নামে বাতিল পথ ও নিয়ম-পন্থাগুলোকে চিহ্নিত করে অপসারণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু আযানগাছি নামের এই ব্যক্তি চটি কয়েকপাতার তিনটি বইয়ে যা দেখা যাচ্ছে তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ কয়েক পাতা বিশিষ্ট বই তিনটিতে শিরক.কুফরি, বিদআত, হারামে পূর্ণ। সুতরাং কেউ যদি তাকে বিগত শতাব্দির মুযাদ্দিদ বলে তাহলে সে মহা মিথ্যুক সাব্যস্ত হবে। রসূল (ﷺ) মিথ্যুকদের ব্যাপারে কী বলেছেন তা লক্ষ্য করুণ:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن النَّبيَّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ : ((أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ، كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا أؤْتُمِنَ خانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) . متفق عَلَيْهِ .

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন নিশ্চয় নাবী কারীম (ﷺ) বলেছেন : চারটি বৈশিষ্ট যে ব্যক্তির মধ্যে থাকবে সে খালিস মুনাফিক সাব্যস্ত হবে। আর যে ব্যক্তির মধ্যে একটি বৈশিষ্ট থাকবে বুঝতে হবে তার মধ্যে মুনাফিকের একটি বৈশিষ্ট আছে যতক্ষণ না সে এই বৈশিষ্ট মুক্ত হয়। ১. কোন কিছু গচ্ছিত রাখা হলে খেয়ানত করে। ২. কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে। ৪. ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষা প্রযোগ করে। (বুখারী -৩৪, মুসলিম -৫৮)

وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – : ((إنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البرِّ ، وإنَّ البرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقاً . وإنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ ، وإنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّاباً)) متفقٌ عَلَيْهِ .

ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসূল (সঃ) বলেন নিশ্চয় সত্য কথা (মানুষকে) সৎ কর্মাবলীর দিকে পৌছে দেয়। এবং সৎ কর্মাবলী (মানুষকে)) পৌছে দেয় জান্নাতের দিকে। আর অবশ্যই কোন লোক সত্য কথা বলতে থাকলে আল্লাহর নিকটে তার নাম সিদ্দীক (অতিব সত্যবাদী) হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এবং মিথ্যা কথা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর অবশ্যই কোন লোক মিথ্যা কথা বলতে থাকলে আল্লাহর নিকটে তার নাম ডাহা মিথ্যুক হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। (বুখারী -৬০৯৪, মুসলিম - ২৬০৭,)

এবার আমরা হাক্কানী আঞ্জমানের 'অজিফা শরীফ' সম্মন্ধে আলোচনা করবো।অজিফা শরীফ বলতে যা বুঝা যাচ্ছে তা হলো নির্দিষ্ট নিয়মে কয়েকটি সূরা এবং স্বরচিত কথিত দরুদ শরীফ অবশেষে নির্দিষ্ট বাক্য সম্বলিত কিছু দোয়া পড়ার নাম। হাক্কানী আঞ্জমানের 'অজিফা শরীফ' বইয়ের কিছু অংশ হুবহু তুলে দিচ্ছি যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।

পাঞ্জেগানা অজিফা ও উহা আমল করিবার নিয়ম

প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে বা পরে অজুর সহিত নিম্নলিখিত অজিফা আমল করিবেন। (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচবার পড়া চাই) বেশি পড়িতে নিষেধ নাই। অজিফা পড়িবার সময় দুনিয়ার বিষয়কর্মের ধ্যান ছাড়িয়া আল্লাহ তায়ালার দিকে খেয়াল রাখিয়া মনযোগের সহিত পড়িবেন।

অজিফা:

১। আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম। (১ বার) ২। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। (১বার) ৩। সূরা ফাতিহা (আলহামদু লিল্লাহ। (১বার) ৪। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-সহ সূরা ইখলাস (কুল হু আল্লাহু আহাদ)। (৩ বার) ৫। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-সহ সূরা ফালাক (কুল আউজু বিরাব্বির ফালাক)। (১ বার) ৬। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-সহ সূরা নাস (কুল আউজু বিরাব্বিন নাস)। (১বার) ৭। হাক্কানী দুরূদ শরীফ ১১ বার, যদি কাহারও ইচ্ছা হয় বেশি পড়িতে নিষেধ নাই।

কিন্তু উরসে কুলের নিয়মাবলী বইতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রথমত: পাঁচ কালেমা তাদের নিয়মানুযায়ী পড়ার বর্ণনা,অত:পর সূরা চারটি পড়ার নিয়ম। প্রত্যেক সূরার প্রথমে আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতয়ানির রাজীম তারপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়তে হবে। আর সূরা ফাতিহা ৩ বার, সূরা ইখলাস ৯ বার, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিনবার তিনবার করে এরপর (কথিত) হাক্কানী দরূদ বেজোড় সংখ্যক, কমপক্ষে ৫ বার এরপর মুনাজাত করতে হবে (তাদের নিয়মে।)

এখানে ওজিফা বলে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে পবিত্র কুরআন থেকে চারটি সূরা উল্লেখযোগ্য। এই চারটি সূরার বিভিন্ন ফজিলত আছে যেই এ ফজিলতগুলো জানবে সে যখনই অবসর পাবে তখনই সূরাগুলো পড়ার চেষ্টা করবে শুধু ছলাতের আগে বা পরে নয়। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে খেয়াল করতে হবে। ধর্মে নতুন কোন নিয়ম প্রবর্তন করা যাবে না যা ইসলাম সমর্থন করে না. নতুন কোন দোয়া বা কথা আবিস্কার করা যাবে না যা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই এবং এমন কোন কাজ বা কর্ম সম্পাদন করা যাবে না যা স্বয়ং নাবী কারীম (ﷺ) বা সাহাবায়ে কেরাম কোন দিন করেননি। কোন নিয়ম,কথা বা

কাজ ধর্ম মনে করে বা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে বা ভাল বলে সম্পাদন করা যা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না তাই বিদআত। আর বিদআত হলো গোমরাহ,পথভ্রষ্টতা, বিপদগামী। আসুন এবার আমরা রসূল (ﷺ) এর বাণী বুঝার চেষ্টা করি।

عَنْ عائشَةَ رضي اللّه عَنْها قالَت: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "مَنْ أحدَثَ فِي أمْرِنَا هذا ما ليسَ مِنْهُ فهُوَ رَدٌّ".

وفي لفظ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيسَ عليه أمْرُنَا فَهوَ رَدٌّ ".

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা:) হতে বর্ণিত রসূল (র:) বলেছেন,যে আমাদের দীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু আবিস্কার করবে যা তাতে (কুরআন ও সহীহ হাদীসে) নেই তা প্রত্যাখ্যন করা হবে। (বুখারী-. ২৬৯৭,মুসলিম-১৭১৮,) অন্য বর্ণনায় রয়েছে: যে এমন কোন কর্ম করল যা আমাদের দীনের মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যাত। (মুসলিম-১৭১৮)

عن أَبِي نَجيحِ العِرباضِ بنِ سَارية – رضي الله عنه – ، قَالَ : وَعَظَنَا رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – مَوعظةً بَليغَةً وَجلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ ، فَقُلْنَا : يَا رسولَ الله ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأوْصِنَا ، قَالَ : (أُوصِيكُمْ بتَقْوَى الله ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإنْ تَأمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، وَإنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختِلافاً كَثيراً ، فَعَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجذِ ، وَإيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة)) رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح)) .

আবূ নাজীহ আল-ঈরবাজ হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসূল (ﷺ) (একদা) আমাদের জন্য এক সাবলীল ও মনোমুগ্ধকর ভাষণ দিলেন যাতে সকলের অন্তরগুলো ভীত হয়ে পড়লো এবং অশ্রু প্রবাহিত হলো। অত:পর আমরা বললাম হে আল্লাহর রসূল এটি আপনার বিদায়ী-শেষ ভাষণ মনে হচ্ছে সুতরাং আপনি আমাদের (কিছু গুরুত্বপূর্ণ) উপদেশ দিন। তিনি (ﷺ) বললেন, আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি (সর্বদা) মহান আল্লাহকে ভয় করার, নেতার কথা শুনা ও তার আনুগত্য করার; কোন হাবশী দাশও যদি তোমাদের নেতা হয়ে নির্দেশ প্রদান করে (তার পরেও তার আনুগত্য

করতে হবে)। (আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনো) অবশ্যই (আমার ও আমার সাহাবীর পরে) তোমাদের মধ্যে যারা পৃথিবীতে বসবাস করবে তারা অনেক মতবিরোধ-দলাদলি দেখতে পাবে তখন তোমাদের জন্য অবশ্য করণীয় হলো তোমরা আমার ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাতকে আকড়িয়ে ধরবে আর তা এমনভাবে যে দাঁত-মুখ দিয়ে কামড়িয়ে ধরার ন্যায় (আকড়িয়ে ধরবে)। এবং তোমরা (ধর্মে) নতুন উদ্ভাবিত বিষয় (বিদয়াত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ ধর্মে নতুন উদ্ভাবন মাত্রই গোমরাহী। (আবূ দাউদ-৪৬০৭, ইবনু মাযাহ-৪৩, তিরমিযী-২৬৭৬ সহীহ-আলবানী)

আশা করি উপরোক্ত হাদীস থেকে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে ইসলাম ধর্মে বিদয়াত বলে একটি পরিভাষা রয়েছে। এবং সেটিকে আল্লাহর রসূল (সা:) পথভ্রষ্ট-গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন ও এটিকে পরিত্যাক্ত-প্রত্যাখ্যাত ঘোষণা করেছেন। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম। (সহীহ আল-জামি'হাদীস নং-১৩৫৩)

আমরা এবার 'অজিফা শরীফ'ও উরসে কুলের নিয়মাবলীর আলোচনা করি। উরসে কুলের নিয়মাবলী বইয়ের ৪ পৃষ্ঠায় এগুলো পড়ার নিয়ম বলা হচ্ছে "মজলিসে ওজুর সহিত সকলে পাক জায়গায় বসিবেন এবং একজন দাঁড়াইয়া প্রথমত: সকলকে কালেমা ও সূরা গুলি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিবেন ও সকলে মিলিয়া একত্রে আল্লাহর দিকে দেল রুজু করিয়া তাহা পড়িবেন।

আমরা বলবো অনেকে মিলে কোন মজলিসে একত্রে বসে সম্মিলিতভাবে কোন সূরা বা দোয়া পড়ার নিয়ম একটি অন্যতম বিদয়াত যা গোমরাহ-পথভ্রষ্টতা। পূর্বে আমরা বিদয়াতের পরিনতি বর্ণনা করেছি। এরকম আমাল দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

উরসে কুলের ৪ পৃষ্ঠায় উক্ত নিয়ম বর্ণনার পর বলা হয়েছে : তৎপর এক সাহেব মুনাজাত করিয়া ইহার ছওয়াব সমস্ত নবী-আল্লাহ,মুমিন-মুমিনাত ও বিশেষ করিয়া উরসেকুলে অংশগ্রহণকারী সকলের পিতা-মাতা ও আত্নীয়-স্বজন যাহারা দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন তাহাদের রূহের উপর বখশাইয়া দিবেন।

পাঠক, লক্ষ্য করুণ ছওয়াব বখশাইয়া দেওয়ার এই নিয়মটি একটি অন্যতম বিদয়াত। কারণ প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পূর্বে অনেক নাবী-রসূল চলে গেছেন কিন্তু তাঁদের নামে আমাদের নাবী কোন দিন ছওয়াব বখশাইয়া দেওয়ার আসর বসিয়েছেন কিংবা কোন সাহাবীকে ছওয়াব বখশাইয়া দেওয়ার আদেশ করেছেন বা এরকম কোন নিয়ম

বাতলাইয়া দিয়েছেন বলে কোন প্রমাণ পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস বা সাহাবীগণের আমাল-আখলাখে পাওয়া যায় না। এমনকি আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মৃত্যুর পর পরম ও চরম আনুগত্যশীল সাহাবীগণ কি তাঁদের প্রিয় রসূলের জন্য ছওয়াব বখশাইয়া দেওয়ার আসর আয়োজন করেছেন ? অথচ সাহাবীগণ রসূলকে (ﷺ) এত ভালবাসতো যে রসূলের (ﷺ) সঙ্গে কারো সামান্যতম বেয়াদবী সহ্য করতো না, মেনে নিত না; দ্রুত তলোয়ার বের করে বেয়াদবের ছিরচ্ছেদ করার জন্য রসূলের অনুমতির অপেক্ষা করতো সেই আদর্শবান সাহাবীগণ রসূলের (ﷺ) মৃত্যুর পর একটি বারো তাঁর জন্য ছওয়াব বখশানোর ব্যবস্থা নেন নি। কারণ এই নিয়ম রসূল (ﷺ) শিখান নি। এই নিয়মে কারো ছওয়াবতো পৌঁছে না বরং ধর্মে নতুন নিয়ম তথা বিদয়াত আবিস্কারের কারণে ও বিদয়াত করার কারণে মহাপাপে নিমজ্জিত হলো যার পরিণতি ভয়াবহ।

ছলাতের পরে সূরা ফাতিহা এক বার বা ৩ বার করে পড়তে হবে এ মর্মে কোন দলীল নেই। কোন সাহাবী ছলাতের পর এভাবে একবার করে সূরা ফাতিহা পড়েছেন তাও প্রমাণিত নয়। সময় নির্দিষ্ট না করে যে কোন সময় তা পাঠ করা কর্তব্য বিশেষ করে ছলাতের প্রত্যেক রাকআতে ইমাম মুক্তাদী সকলকে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে এটা হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট (আবূ দাউদ-৮২৩,বাইহাকী-২১৯৩,ইবনে শাইবাহ-৩৭৫৬ (জামিউল আহাদীস) মুসলিম-৩৯৩-৩৯৪। কারণ এই সূরাকে মহান সূরা,মহা কুরআন ও বারবার পঠিতব্য সূরা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (বুখারী-৪৪৭৪)

সূরা ইখলাস,সূরা ফালাক,সূরা নাস এই তিনটি সূরাও অতিব ফজিলতপুর্ণ সূরা। সূরা তিনটি ফরজ ছলাতের শেষে পড়ার দলীল রয়েছে। মিশকাতে বর্ণিত নিচের সহীহ হাদীসটি তার অন্যতম দলীল:

٩٦٩ - [١١] (صحيح)

وعن عقبة بن عامر قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي في الدعوات الكبير

উকবা বিন আমের হতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে আদেশ করেছেন প্রত্যেক ছলাতের শেষে মুযাব্বিযাত সূরা (সূরা ইখলাস,সুরা ফালাক,সূরা নাস) গুলো পড়তে।

(আহমাদ,আবু দাউদ, নাসাঈ,বাইহাকী,মিশকাত-৯৬৯,আলবানী)

এই হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে প্রত্যেক ফরজ ছলাতের শেষে এই তিনটি সুরা পাঠ করা সঠিক। কিন্তু সংখ্যা নির্ধারনে কোন সহীহ্ হাদীস পাওয়া যায় না।

আমরা বলবো তাদের অজিফা থেকে এটি সঠিক সাব্যস্ত হলেও অন্যান্য অনেক উত্তম আমাল থেকে তারা মাহরূম বা পরিত্যাগকারী। যেমন আমরা বলতে পারি সূরা তিনটির ব্যাপারে রসূলের (ﷺ) আমালকৃত আরো হাদীস পাওয়া যায়। আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন রাত্রে বিছানায় শুইতে যেতেন তখন এই তিনটি সূরার একটি একটি করে জমাকৃত আপন দুই হাতের তালুতে ৩ বার করে ফু দিতেন অত:পর তা দিয়ে শরীরের যতদুর সম্ভব বুলাতেন।

وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها : أنَّ رسُولَ الله – صلى الله عليه وسلم – ، كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ ، وَقَرَأَ بالْمُعَوِّذَاتِ ، ومَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ . متفق عَلَيْهِ .

وفي رواية لهما : أنَّ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ إذا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرأَ فيهما : ((قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ ، وَقُلْ أعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ، وَقُلْ أعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)) ثُمَّ مَسَحَ بِهِما مَا استَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بهما عَلَى رَأسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . متفق عَلَيْهِ .

আয়িশা (রা:) বলেন রসূল (ﷺ) যখন বিছানায় শুইতে যেতেন তখন তিনি তাঁর হস্তদ্বয়ে ফু দিতেন এবং মুয়াব্বিযাত পড়তেন এবং হস্তদ্বয় দিয়ে আপন শরীর বুলাতেন। (বুখারী ও মুসলিম) অন্য বর্ণনায় রয়েছে.

নাবী কারীম (ﷺ) প্রত্যেক রাত্রিতে যখন বিছানায় শুইতে যেতেন তখন তাঁর হস্তদ্বয়ের তালু একত্রিত করতেন অত:পর তাতে ফু দিয়ে পাঠ করতেন قل هو الله أحد এবং قل أعوذ برب الفلق এবং قل أعوذ برب الناس তারপর যতদুর সম্ভব হস্তদ্বয় দ্বারা তাঁর শরীর বুলাতেন শরীর বুলানো শুরু করতেন মাথা ও মুখ থেকে, এভাবে তিনি (ﷺ) তিনবার করতেন।

(বুখারী-৫০১৭,৬৩১৯, মুসলিম-২১৯২,৫১)

রসূল (ﷺ) যখন অসুস্থ হতেন তখন ও তিনি এরূপ করতেন।

(বুখারী ৫০১৬,৫৭৩৫, মুসলিম-২১৯২,)।

আসলে বলতে গেলে বলতে হয় যে কয়েকটি কালিমা ও পবিত্র কুরআন থেকে এই চারটি সূরা প্রবেশ করানো হয়েছে সরল মনা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। কারণ কোন নিকৃষ্ট বস্তু বা বিষয়কে চালানোর জন্য উত্তম বা ভালর মিশ্রণ দরকার পরে। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি শিরক আর কুফরি কিভাবে স্থান পেয়েছে এই পীরতন্ত্রে।

যাঁরা কুরআন ও সহীহ হাদীস মান্য করে এবং অধ্যায়ন করে তাদের কাছে স্পষ্ট যে আরো অনেক ভাল-ভাল আমাল রয়েছে যেগুলোর ধারাবাহিকতা বিস্তৃত। আমরা সহীহ হাদীস থেকে ছলাতের শেষে আমালযোগ্য একটি বিষয় উল্লেখ করবো মাত্র যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয় যে উক্ত অজিফার ধারক-বাহকগণ কি ভুলের মধ্যে আছে।

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِهِ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمَوْتُ،

আবূ উমামাহ (রা:) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছলাতের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে জান্নাতে প্রবেশ করতে তার জন্য একমাত্র বাধা হয়ে দাড়াবে তার মৃত্যু।

(সহীহ আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব-১৫৯৫)

চিন্তা করে দেখুন যে বিষয়টি জানবে সে কি ছলাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়া ছাড়বে ?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উপরোক্ত সূরাগুলো বুঝে বুঝে পড়া অর্থ অনুধাবন করা। কারণ এই সূরাগুলোতে আল্লাহ তায়ালার একত্ব,মহানত্ব,দুনিয়ার যাবতীয় খারাবী থেকে আশ্রয় ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। যে কেউ অর্থগুলো উপলব্ধি করলে তাদের মধ্যে সংঘটিত শিরক ও কুফরিগুলো দূর হতো। আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দেওয়ার মালিক। হে আল্লাহ তুমি সকলকে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।আমীন।

এবার আসি হাক্কানী দরূদ শরীফ-এর কথা। নামটাই সন্দেহজনক। হাক্কানী বলতে হচ্ছে কেন ? দরূদতো দরূদই তাতে আবার হাক্কানী কেন? বুঝতে হচ্ছে তাদের দৃষ্টিতে নাহক দরূদ আছে। নাহক দরূদ শরীফ কী তারা তা বুঝিয়ে বলবেন কি ? তাদের এরূপ প্রশ্ন অবান্তর। কে শুনে কার কথা ? আমরা বলবো এই হাক্কানী দরূদ শরীফই নাহক দরূদ শরীফ। বানাওয়াট, নিজেদের মন-মস্তিস্কে তৈরি দরূদ মাত্র। আপনী কিভাবে বুঝবেন হাক্কানী দরূদ শরীফ নাহক-বাতিল, কপোলকল্পিত ? উত্তর সোজা,আল্লাহ তায়ালার বাণী ও তাঁর প্রিয় রসূলের বাণীতে তা খুঁজে

পাওয়া যায় না। সুতরাং দীন ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু ঢুকানোর প্রচেষ্টা, দীনকে বিকৃত করার ঘৃণ্য প্রক্রিয়া মাত্র। আমরা হাক্কানী দরূদ পাব রসূল (ﷺ) এর বাণী খুঁজলে।

প্রথম হাদীস:

(١)وعن أَبي مسعودٍ البدري – رضي الله عنه – ، قَالَ : أتَانَا رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – ، وَنَحنُ فِي مَجْلِسِ سَعدِ بن عُبَادَةَ – رضي الله عنه – ، فَقَالَ لَهُ بَشيرُ بْنُ سَعدٍ : أمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَسَكَتَ رسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ رسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – : ((قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ)) . رواه مسلم .

আবূ মাসউদ আলবাদরী হতে বর্ণিত তিনি বলেন (একদা) রসূল (ﷺ) আমাদের নিকটে আসলেন আমরা তখন সা'দ বিন উবাদাহর মজলিসে ছিলাম। তখন বাশির বিন সা'দ রসূল (ﷺ) কে (জিজ্ঞাসার সুরে) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আদেশ করেছেন আপনার প্রতি ছলাত (দরূদ) পড়তে, তো আমরা কিভাবে আপনার প্রতি ছলাত (দরূদ) পড়বো ? তারপর রসূল (ﷺ) চুপ থাকলেন এমনভাবে যে আমরা তাঁকে (ﷺ) প্রশ্ন করা অপছন্দ করলাম এই ভয়ে যে রসূল (ﷺ) এ প্রশ্ন অপছন্দ করছেন। অত:পর রসূল (ﷺ) বললেন তোমরা বলবে-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর বংশধরগণের উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহীম নাবীর বংশধরগণের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর বারকাত প্রেরণ কর যেভাবে তুমি বারকাত প্রেরণ করেছ ইব্রাহীম নাবীর বংশধরগণের প্রতি। নিশ্চয় তুমি অতিব প্রশংসিত, অতিব সম্মানী। (মুসলিম-৪০৫,৬৫)

দ্বিতীয় হাদীস:

(٢) وعن أَبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ – رضي الله عنه – ، قَالَ : قالوا : يَا رسولَ الله كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : ((قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)) . متفقٌ عَلَيْهِ .

(٢) أخرجه : البخاري ٤/١٧٨ (٣٣٦٩) ، ومسلم ٢/١٦ (٤٠٧) (٦٩)

দ্বিতীয় হাদীস: আবূ হুমাইদ আসসাইদী (রা:) বলেন সাহাবায়ে কেরাম বললেন হে আল্লাহর রসূল! (ﷺ) আমরা আপনার প্রতি কিভাবে ছলাত পড়বো ? তখন তিনি (ﷺ) বললেন তোমরা বলবে

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

বুখারী-৩৩৬৯, মুসলিম-৪০৭

এতএব পাঠক প্রত্যেক্ষ করলেন যে স্বয়ং রসূল (ﷺ) শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে এবং কি শব্দে তাঁর উপর দরূদ পাঠ করতে হবে। আর সাহাবায়ে কেরাম আরবী ভাষা-ভাষি হওয়া এবং রসূলের পাশা-পাশি থাকা সত্তেও তারা নিজে নিজে দরূদ বানিয়ে নিলেন না বরং রসূলের (ﷺ) কাছে জিজ্ঞাসা করে নিলেন। এ থেকে আমাদের শিক্ষা হলো সাহাবায়ে কেরাম যে রসূল (ﷺ) কে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে জেনেছেন তেমনি আমরা রসূলের অনুপস্থিতে তাঁর বাণীর সমাহার হাদীসের গ্রন্থসমূহ থেকে সহীহ হাদীস খুঁজে খুঁজে জানার চেষ্টা করবো দরূদসহ যাবতীয় বিধিবিধান নিয়ম-কানুন।

এই উরসে কুলের ফজিলত বণনা করা হয়েছে হাক্কানী আঞ্জুমান-এর অজিফা শরীফের ১০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে এই উরস-ই-কুল একা পড়িলে কমপক্ষে পাঁচ খতম কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব হয়। উরস-ই-কুল সাধারণত কয়েকজন মিলিয়া করা হয়। বিশ জনে একত্রে বসিয়া উরস-ই-কুল করিলে কমপক্ষে ১০০ খতম কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব হাসিল হয়।

পাঠক, আশা করি বুঝতে পারছেন যে আজগুবী কথার কোন দলীল লাগে না। যা-তা বলে দিলেই জাহেলদের জন্য তা আত্মার খোরাক হয়ে যায়, তাতে তারা তৃপ্তি বোধ করে। কিন্তু মুসলিমদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ব্যতিক্রম। মুসলিম মাত্রই তার দায়িত্ব-কর্তব্য হলো দুনিয়াবী বিষয়াদির

ক্ষেত্রেতো বটে বিশেষ করে ধর্মিও বিষয়াদির ক্ষেত্রে আজগুবী কথা-বার্তা, বানাওয়াট ঘটনাবলী ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করা, প্রত্যাখ্যান করা, অন্ধের মতো মেনে না নেওয়া।.

আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের জন্য আদেশনামা পাঠিয়ে বলেছেন-

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات : ٦] .

হে ইমানদরগণ যখন তোমাদের নিকট কোন ফাসিক আসে কোন সংবাদ নিয়ে তখন তোমরা (রাগে) অজ্ঞতাবশত: কোন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করার পূর্বে সংবাদটির সত্যতা যাচাই করে দেখ নয়ত তোমরা তোমাদের (ভুল) কর্মের কারণে অনুতপ্ত হবে। (সূরা হুজরাত-৬)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর উম্মাতের জন্য কি বাণী দিয়ে গেছেন সেটা লক্ষ করুণ-

٢) وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – : أنَّ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ : ((كَفَى بالمَرْءِ كَذِباً أنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)) . رواه مسلم .

আবূ হুরাইরাহ (রা:) হতে বর্ণিত নিশ্চয় রসূল (ﷺ) বলেন, একজন মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকু কাজই যথেষ্ট যে সে যাই শুনবে তা (সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে মানুষকে) বলে দেবে। (মুসলিম-১/৮ (৫)

আশা করি স্পষ্ট হলো যে সাধারণ কথাতো বটে বিশেষ করে ধর্মের ক্ষেত্রে কেউ কোন কথা বললে তা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের সাথে মিলাতে হবে কথাটি ঠিক কি না ভালভাবে যাচাই-বাছাই করতে হবে। হুট করে কেউ কোন কিছুর ফজিলত বলল, আজগুবী ঘটনা যেমন স্বপ্নের ঘটনা,ওলী-আওলিয়া নামধারী কিছু আজগুবী, বানাওয়াট অলৌকিকতা বর্ণনা করল তা সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের একমাত্র মাপকাঠি হলো পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস। ইসলামের এই বিধানে যদি কোন ফজিলত বা কোন নিয়ম পাওয়া যায় তা সঠিক নয়তো তা মিথ্যা,বানাওয়াট।

মুসলিম মাত্রই জানা থাকার কথা যে শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্র।শয়তান চতুর্দিক থেকে মানুষকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে বিশেষ করে ধর্মীয় চেহারায়,ইসলামী আদলে বেশি আক্রমণ করার চেষ্টা করে। এতে সফলও হয় বেশি। আল্লাহ তায়ালা কুরআনের মধ্যে শাইতান থেকে সতর্ক করে বলেছেন।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦٩)

হে মানবমন্ডলী তোমরা পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র খাদ্যসমূহ থেকে যা পাও ভক্ষণ কর কিন্তু শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না। কারণ সে নিশ্চিত তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে শুধু তোমাদেরকে খারাপ ও অশ্লীল কাজ-কর্মের আদেশ দেয় এবং (সে আরো মারাত্মক জঘন্য যে কাজটির আদেশ দেয় তা হলো) তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলবে যা তোমরা জান না। (সূরা বাকারাহ-১৬৮,১৬৯)

এই মহা পাপিষ্ঠ শাইতান থেকে মুক্ত থাকার হেফাজত থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালা দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠٠)

আর যখন তোমাকে শাইতান কোন ধরনের কুমন্ত্রণা দেবে তখন তুমি মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে, নিশ্চয় তিনি মহান শ্রোতা,সর্বজ্ঞানী। (সূরা আ'রাফ-২০০,) আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া হলো أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. বলা।

পাঠক, আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে তাদের বর্ণিত ফজিলত ডাহা মিথ্যা, বানাওয়াট। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে এর কোন ভিত্তি নেই, কোন বর্ণনা-বিবরণ নেই। এটা শাইতানের কুমন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উক্ত বইয়ে আরো কিছু কপোলকল্পিত, মনমস্তিস্ক প্রসূত কথা-বার্তার অবতারণা করা হয়েছে- যেমন বলা হয়েছে 'রসুলী অমূল্য রত্ন মুবারক':

'মুবারক লবঙ্গ'

পাঠকের সামনে বিষয় দু'টির বর্ণনা উক্ত বইয়ে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবে তুলে না দিলে সহজে বুঝা কঠিন হবে।

রাসূলী অমূল্য রত্ন মুবারক: হযরত রাসূল-ই কারীম (ﷺ) "ফাকাকশী"র অর্থাৎ ক্ষুধার সময় যে প্রস্তর খন্ড স্বীয় শেকম মুবারকে বাধিতেন তাহার এক টুকরা এবং আবূ জেহেলের মুষ্ঠির ভিতর যে সমস্ত কঙ্কর, কালেমা শাহাদাৎ পড়িয়া নবুয়তের সাক্ষ্য দিয়াছিল তাহারও এক টুকরা,- এই উভয় প্রকার মুতাবাররিক নিয়'মত, বাতেনী তরীকায়, পীর সিলসিলায় হুযুর কিবলাহ প্রাপ্ত হইয়া "রাসূলী অমূল্য রত্ন মুবারক" নামে

মশহুর করিয়া হাক্কানী আঞ্জুমানকে দান করিয়া গিয়াছেন। উহা হুযুর কিবলাহ-ও মাযার শরীফে রক্ষিত আছে।

মুবারক লবঙ্গ: রাসূলী অমূল্য রত্ন মুবারকের সহিত কিছু লবঙ্গ কমপক্ষে ৪০দিন রাখা হয়। আল্লাহর রহমতে বাতেনী প্রক্রিয়ায় অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত এই লবঙ্গকে মুবারক লবঙ্গ বলা হয়। মুবারক লবঙ্গ অজুর সহিত আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ইয়া আল্লাহ পাক, রহম কর" বলিয়া প্রথমে ডান নাকে তারপর বাম নাকে এবং শেষবার ডান নাকে- এইভাবে শুকিতে হয়। ইহাতে আল্লাহ তায়ালার ফযলে বহু উপকার হয়- ঈমান ও আকীদা মজবুত হয়, হুযুর (ﷺ) এর প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হয়; বহু প্রকার জটিল ব্যাধি আরোগ্য হয়, রূহানী শক্তি বাড়ে, স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং যাবতীয় তাবিজ-কবজের ফল পাওয়া যায়। মুবারক লবঙ্গ সকল সম্প্রদায়ের লোককে বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

এই দুটি বিষয়ের মধ্যে শিরক,কুফরি, মিথ্যা, ভন্ডামী সবই যেন অন্ত র্ভুক্ত হয়ে গেছে। দলীল-আদিল্লাহ দিয়ে এই সব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে আসলে পাঠকের ধর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে। কিন্তু হালকা আলোচনা না করলে নয়।

১। আবূ জাহিলের মুষ্ঠির মধ্যের কঙ্কর কালিমা শাহাদাৎ পড়িয়া নবুয়তের সাক্ষ্য দিয়াছিল ডাহা মিথ্যা কথা। রসূলকে পাথরের উপর নবুয়ত দিয়ে পাঠানো হয়নি যে পাথরকে নবুয়তের সাক্ষ্য দিতে হবে।

২।আবূ জাহিলের হাতের প্রস্তর খন্ড বর্তমানের কারো কাছে এসেছে বলে দাবী করলে কেবলমাত্র আবু জাহিলমার্কা লোকের নিকটেই আসতে পারে।

৩। বাতিনী তরীকায় মুতাবাররিক নিয়ামত এসেছে এই বাতিনী তরিকা একটি শাইতানি তরিকা। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস সব প্রকাশ্য। আল্লাহ তায়ালা যা কিছু বান্দাদের জন্য প্রেরণ করেছেন তার সবই প্রকাশ্য তাতে বাতেনি বলে কিছু নেই একমাত্র পীরতন্ত্রের মধ্যেই ইসলামের হুকুম-আহকাম বিনাশকারী এই বাতিনী পন্থার আবির্ভাব।

৪। পীরের সিলসিলায় পীর সাহেব রাসূলী অমুল্য রত্ন মুবারক প্রাপ্ত হয়েছে একথা নির্জলা মিথ্যা, কল্পোকাহিনী মাত্র। সাহাবায়ে কেরাম তাবিয়িনে ইজাম এবং অন্যান্যদের সময় এই ইসলাম বিরুধী পীরগীরি ছিল না। পীর শব্দটিই ফার্সি। ইসলামের বিধি-বিধান আরবীতে। কি করে ইসলামে পীরগীরি থাকতে পারে।

৫। কথিত রাসূলী অমুল্য রত্ন মাযার শরীফে রক্ষিত আছে। ভন্ডামী লুকানোর জায়গা কোথায় ? মাযারে যা কিনা শিরকের আড্ডাখানা, আস্ত

না। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বারবার এমনকি মৃত্যুর সময়ও বলেছেন যে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহর লা'নত, তারা তাদের তাদের নাবীদের কবরকে মাযারে পরিণত করে নিয়েছে। মাযার যে শিরকের আড্ডাখানা-আস্তানা তা বুঝানোর জন্য অনেক কথার অবতারণা করতে হবে। কিন্তু আমাদের সংক্ষেপ করণের তাগিদ।

৬। মুবারক লবঙ্গ নাকি ৪০ দিন রাখা হয়েছে। এগুলো ইতিহাস খ্যাত নিকৃষ্ট মানুষ ব্যতীত আর কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।

৭। মুবারক লবঙ্গ পদ্ধতি মত ব্যবহার করলে নাকি তাবিজ-কবজে ফল পাওয়া যায়। তাবিজ-কবজ ব্যবহার করা শিরক, বিশ্বাস করাও শিরক। তাবিজ-কবজে উপকার হলেও তা ব্যবহার করা যাবে না ও বিশ্বাস করা যাবে না কারণ শাইতানেরও আল্লাহ শক্তি দিয়েছেন। নয়তো ঈমানী পরীক্ষার গুরুত্ব থাকতো না। তাবিজ-কবজ ব্যবহার শিরক এ ব্যাপারে স্বয়ং রসূলের বাণী উপলব্ধি করুণ: রসূল (ﷺ) বলেন-

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

যে তাবিজ-কবজ ঝুলায় সে শিরক করে।

(আহমাদ-১৭৪২২, হাকিম-৭৫১৩) সহীহ।

৮। মুবারক লবঙ্গ শুকানোর পদ্ধতি উপরে পড়েছেন। এতে নাকি ঈমান ও আকীদাহ মজবুত হয়, হুযুরের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হয় ইত্যাদি। আমরাতো দেখতে পাচ্ছি যে আছানগাছি হুযুর মুবারক লবঙ্গ শুকেছেন এবং তার অনুসারিরাও শুকেছেন কিন্তু কৈ তাদের ঈমান ও আকীদাহতো মজবুত হয়নি, রসূলের প্রতি মহব্বত বাড়ে নি। কারণ ঈমান ও আকীদাহ মজবুত হওয়ার এবং রসূলকে ভালবাসার নিদর্শন হলো আল্লাহ তায়ালার আদেশাবলী পালন করা এবং যাবতীয় নিশেধাবলী থেকে বিরত থাকা।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١) قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٣٢)

আল্লাহ বলেন- হে রসূল! তুমি (কাফিরদেরকে) বল, যদি তোমরা (দাবি করে থাক যে) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাস তাহলে আমার (নাবী মুহাম্মাদ) অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুণাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল দয়াময়। (৩১) হে রসূল ! (তাদেরকে) বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হও যদি তোমরা (এই হুকুম থেকে) মুখ ফিরিয়ে রাখ,মান্য না কর তাহলে (জেনে রাখ) আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।

(সূরা আল-ইমরান-৩১,৩২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর আর তোমাদের মাঝে যারা আলিম-আমীর তাদেরও (আনুগত্য কর)। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মাঝে বিতর্ক-মতভেদ হয় তাহলে তোমরা তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাহার কর যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি বিশ্বাসি হয়ে থাক। আর এতেই রয়েছে প্রভূত সওয়াব এবং অতি উত্তম প্রতিদান। (সূরা নিসাহ-৫৯।)

عَنْ أَبِي هريرةَ – رضي الله عنه – : أنَّ رَسُول الله – صلى الله عليه وسـلم – ، قَالَ : ((كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أبَى (٢) . قيلَ : وَمَنْ يَأبَى يَا رَسُـول الله ؟ قَالَ : (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبَى) رواه البخاري .

আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত নিশ্চয় রসূল (ﷺ) বলেন আমার উম্মাতের প্রত্যেকেই জান্নাতে যাবে অসম্মত ব্যক্তি ব্যতীত। তাঁকে বলা হলো হে আল্লাহর রসূল! অসম্মত ব্যক্তি কে ? তিনি (ﷺ) উত্তরে বললেন, যে আমার আনুগত্য করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার অবাধ্য হয়েছে সেই অসম্মত ব্যক্তি। (বুখারী-৭২৮০)

পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের মর্মার্থ থেকে বুঝার চেষ্টা করুণ আপনারা কি রসূলের অনুসরণকারী মুমিনের মধ্যে আছেন। আপনাদের মুবারক লবঙ্গ কি এই ইমান-আকীদাহ দিতে পেরেছে যদি পারতো তাহলে পূর্বে বর্ণিত পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস বিরুধী আকীদাহ-বিশ্বাস আপনাদের মধ্যে থাকতো না, শিরক-কুফরি ধ্যান-ধারণা, আমাল-আখলাখ প্রচার ও প্রকাশ করতেন না। বিদয়াতের উপর বহাল থাকতেন না। রসূলের নামে এই সব নামকরা ডাহা-ডাহা মিথ্যা কথা বলতেন না। রসূলের নামে মিথ্যা বলা জাহান্নামে পৌছার কারণ।আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন-

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

যে আমার উপরে এমন কথা আরোপ করলো যা আমি বলি নাই সে তার স্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিল। (বুখারী-১০৯)

এবার আমরা পাঁচ কালিমা সম্মন্ধে আলোচনা করি।

প্রথমেই রয়েছে কালেমা শাহাদাত: ৩ বার।

বাংলায় উচ্চারণ দেওয়া আছে এভাবে আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।

হাদীসে রয়েছে এটি ওযুর পরের দোওয়া:

وعن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ، عن النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – ، قَالَ : ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ – أَوْ فَيُسْبِغُ – الوُضُوءَ ، ثُمَّ يقول : أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ)) رواه مسلم .

উমার বিন খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত তিনি রসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন রসূল (ﷺ) বলেন কোন বান্দা যখন সুন্দর ও পূর্ণতার সাথে ওযু সম্পাদন করে অত:পর বলে أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ বাংলায় উচ্চারণ- (আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।) তখন তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে সেটি দিয়েই প্রবেশ করতে পারবে। (মুসলিম-২৩৪,তিরমিযী-৫৫)

ওয়াহ দাহু লা- শারিকালাহু অংশটুকু বাদ দিলে অমুসলিমরা যখন ইসলাম কবুল করেন তখন এই স্বাক্ষ্য দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করেন তাও হাদীস সম্মত। তবে অন্য দোয়ার সাথে যুক্ত অবস্থায় ইহা পড়ার কথা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় কালিমা: সুবহানাল্লাহ, ৫ বার।

١٧٣ – أحب الكلام إلى الله تعالى أربع : سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و لا يضرك بأيهن بدأت

(حم م) عن سمرة بن جندب .

قال الشيخ الألباني : (صحيح) انظر حديث رقم : ١٧٣ في صحيح الجامع

এটি হাদীসে আছে আল্লাহর রসূল বলেন আল্লার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় চারটি বাক্য হলো سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر

এই চারটি বাক্যের যে কোনটি দিয়ে শুরু করা যাবে তাতে কোন সমস্যা হবে না। (হাদীসটি সহীহ-সহীহুল জামি'-১৭৩)

এই বাক্য চারটির আরো ফজিলত আছে। তবে সলাতের পরে শুধু নির্দিষ্ট নয় সর্ব সময়ের জন্য। এবং সংখ্যাও নির্দিষ্ট নয়। যে যত পারে পড়তে পারে।

৩য় কালিমা: লা-হাওলা, ৩ বার।

এই কালিমাটি সহীহ হাদীসে আছে। তবে সর্ব সময়ের জন্য ব্যাপক। এবং সংখ্যাও নির্ধারণ করা নেই। (সিলসিলাহ সহীহাহ-১৫২৮)

৪র্থ কালিমা: ৩ বার।

কালিমাটি سبوح قدوس رب الملائكــة والــروح এটি রুকু ও সিজদায় পঠনীয় একটি দোয়া। (সিফাতু ছ্ছলাহ-আলবানী-১/১৪৬ মিশকাত-৮৭২)

অতএব বুঝা গেল অন্য সময়ের জন্য নয়। এবং রুক ও সিজদায় পড়লেও কোন সংখ্যা নির্ধারণ করা যাবে না।

৫ম কালিমা: কালিমা ইসতিগফার ৩ বার।

আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি জাম্বেও ওয়া আতুবু ইলাইহে। এই বাক্যে ইসতিগফার কোন সহীহ হাদীসে নেই।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকেই পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর আমাল করার তৌফিক দিন। আমীন!